সয়াবিন চাষের বিস্তারিত বিবরণী

সয়াবিন এর জাতের তথ্য

জাতের নাম : পিবি-১

জনপ্রিয় নাম : সোহাগ

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯০-১০০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজে তেলের পরিমাণ ২১-২২%।শত বীজের ওজন ১১-১২ গ্রাম।আমিষের পরিমাণ ৪০-৪৫%।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজের রং উজ্জ্বল হলুদ/ক্রিম। জাতটির বীজের সতেজতা সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২০-২৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩২০ - ৩২৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রাবণ -ভাদ্র (মধ্য জুলাই -মধ্য সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : পিবি-১

জনপ্রিয় নাম : সোহাগ

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০-১১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজে তেলের পরিমাণ ২১-২২%।শত বীজের ওজন ১১-১২ গ্রাম।আমিষের পরিমাণ ৪০-৪৫%।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজে তেলের পরিমাণ ২১-২২%।শত বীজের ওজন ১১-১২ গ্রাম।আমিষের পরিমাণ ৪০-৪৫%।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২০-২৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৩২৫ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য পৌষ- মধ্য মাঘ (ডিসেম্বর- জানুয়ারি)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সয়াবিন-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৮৫-৯৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং সবুজাভ হলুদ। বীজের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট।শত বীজের ওজন ৬-৭ গ্রাম।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

অংকুরোগমের ক্ষমতা বেশি। বীজের সতেজতা ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪ - ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৬০ - ১৭০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রাবণ-ভাদ্র (মধ্য জুলাই -মধ্য সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সয়াবিন-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১২০-২২০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং সবুজাভ হলুদ। বীজের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট, শত বীজের ওজন ৬-৭ গ্রাম।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

অংকুরোগমের ক্ষমতা বেশি। বীজের সতেজতা ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৪ ইঞ্চি

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৪ - ৪.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৬০ - ১৭০ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

পৌষ (মধ্য ডিসেম্বর-মধ্য জানুয়ারি)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সয়াবিন-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৫-১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং উজ্জ্বল হলুদ/ক্রিম ।বীজের আকার বড়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ২৫-৩৫ টি। শুঁটিতে বীজের সংখ্যা ২-৩ টি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৬-২৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৩২৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য পৌষ-মধ্য মাঘ (ডিসেম্বর- জানুয়ারি)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সয়াবিন-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৫-১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং উজ্জ্বল হলুদ/ক্রিম ।বীজের আকার বড়।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ২৫-৩৫ টি। শুঁটিতে বীজের সংখ্যা ২-৩ টি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৬-২৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৩২৫ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রাবণ - ভাদ্র (মধ্য জুলাই -মধ্য সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সয়াবিন-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০-১১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং উজ্জ্বল হলুদ/ক্রিম । শত বীজের ওজন ১২-১৪ গ্রাম।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

তেলের পরিমাণ ২০-২১% এবং প্রোটিন ৪২-৪৪% থাকে। প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ৫০-৫৫ টি। শুঁটির দৈর্ঘ্য ৩.০-৩.৫ সেমি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২১-২৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৩২৫ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য পৌষ-মধ্য মাঘ (ডিসেম্বর- জানুয়ারি)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি সয়াবিন-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০০-১১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের রং উজ্জ্বল হলুদ/ক্রিম । শত বীজের ওজন ১২-১৪ গ্রাম।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

তেলের পরিমাণ ২০-২১% এবং প্রোটিন ৪২-৪৪% থাকে। প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ৫০-৫৫ টি। শুঁটির দৈর্ঘ্য ৩.০-৩.৫ সেমি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২১-২৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩০০ - ৩২৫ গ্রাম

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রাবণ - ভাদ্র (মধ্য জুলাই -মধ্য সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বিনা সয়াবিন-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৯৫-১০৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের ত্বক হালকা হলুদ,১০০ বীজের ওজন ১১.৫ - ১৩.০ গ্রাম। আমিষ ৪৪. ৫% তেলের পরিমাণ ১৮-%; শর্করা ২৭%।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ৪৫-৬০ টি।ফলে বীজ ২-৩ টি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৮-২২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১১ - ১২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রাবণ -ভাদ্র (মধ্য জুলাই থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনা সয়াবিন-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০-১১৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের ত্বক হালকা হলুদ, ১০০ বীজের ওজন ১১.৫ - ১৩.০ গ্রাম। আমিষ ৪৪. ৫% তেলের পরিমাণ ১৮-%; শর্করা ২৭%।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ৪৫-৬০ টি।ফলে বীজ ২-৩ টি।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৮-২২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১১ - ১২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ গ্রাম - ২২০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

পৌষ (মধ্য ডিসেম্বর-মধ্য জানুয়ারি)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনা সয়াবিন-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১২-১১৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের ত্বক উজ্জল হলুদ।এ জাতে ৪৩% আমিষ,২৭% স্টার্চ এবং ১৮% তেল থাকে।শত বীজের ওজন ১. ৩ -১ .৮ গ্রাম।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ৩০-৬০ টি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ - ১৯০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

পৌষ (মধ্য ডিসেম্বর-মধ্য জানুয়ারি)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

জাতের নাম : বিনা সয়াবিন-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১২-১১৮

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের ত্বক উজ্জ্বল হলুদ।এ জাতে ৪৩% আমিষ,২৭% স্টার্চ এবং ১৮% তেল থাকে।শত বীজের ওজন ১. ৩ -১ .৮ গ্রাম।

জাতের ধরণ : উন্নত জাত

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রতি গাছে শুটির সংখ্যা ৩০-৬০ টি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৮০ - ২২০

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রাবণ -ভাদ্র (মধ্য জুলাই থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮

জাতের নাম : বিনা সয়াবিন-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১০৯-১১৬

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজের ত্বক উজ্জ্বল হলুদ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৬-২৭

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৬০ - ১৭০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

পৌষ (মধ্য ডিসেম্বর-মধ্য জানিয়ায়ি)।

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮।

জাতের নাম : বিনা সয়াবিন-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০-১২৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বীজের ত্বক হলুদ এবং গাছ স্বল্প দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ২৭-২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৩-২.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১৬০ - ১৭০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ, পলি-দোআঁশ, এটেল-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

পৌষ (মধ্য ডিসেম্বর-মধ্য জানিয়ায়ি)

ফসল তোলার সময় :

বোনার ৯০-১০০ দিনের মাঝে গাছ ও ফল /শুঁটি হলদে হয়ে এলে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : সয়াবিনের মোজাইক

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট , ২/২/২০১৮।

<u>সয়াবিন এর পুষ্টিমানের তথ্য</u>

পুষ্টিমান :

প্রতি ১০০ গ্রাম সয়াবিনে ৪৩ গ্রাম প্রোটিন, ফ্যাটের পরিমাণ ২০ গ্রাম, ৮০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ২৭৭ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৭০৪ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ৩০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি রয়েছে ।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।

<u>সয়াবিন এর বীজ ও বীজতলার তথ্য</u>

বর্ণনা : প্রযোজ্য নয়।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

প্রযোজ্য নয়।

ভাল বীজ নির্বাচন :

ভাল বীজ পেকেটজাত । ট্যাগ/লেভেলে তার গুণাগুণ লেখা থাকে । ভাল বীজ তরতাজা /উজ্জল, এর গজানোর হার ও ফলন বেশি । পাত্রের সব বীজ পরিষ্কারি পরিচ্ছন্ন, স্বভাবিক ও একই আকার-প্রকারের। চিটা ও আগাছার মাত্রা, রোগ, পোকা ও অন্য বীজের মিশাল মুক্ত, নগণ্য বা খুবই কম । এতে আবাদ খরচ কমে, তবে ফলন বাড়ে । হলুদ ট্যাগ/লেভেলে বিস্থস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এবং সাদা/ নীল ট্যাগ/লেভেলে সরকারের তত্বাবধানে উৎপাদিত ও পরীক্ষিত ।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : প্রযোজ্য নয়

বীজতলা পরিচর্চা : প্রযোজ্য নয়

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করন,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

<u>সয়াবিন এর চাষপদ্ধতির তথ্য</u>

চাষপদ্ধতি :

জমির প্রকারভেদে জমিতে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও আগাছামুক্ত করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ লাইনে বপন করা উত্তম। লাইনে বপন করলে রবি মৌসুমে ১২ ইঞ্চি এবং খারিফ মৌসুমে ১৬ ইঞ্চি রাখতে হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২-৩ ইঞ্চি রাখতে হয়।

রোগবালাইয়ের আক্রমন রোধে বীজ ও জমি শোধন করে নেয়া উত্তম।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করন,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

সয়াবিন এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা :

উঁচু মাঝারি নিচু বেলে দোঁয়াশ,দোঁয়াশ,এঁটেল দোঁয়াশ মাটি।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :
ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	২৪০ গ্রাম
টিএসপি	৭১০ গ্রাম
পটাশ	৪৯০ গ্রাম
জিপসাম	৪৫০ গ্রাম
বোরন	৪০০ গ্রাম

সবটুকু সার ছিটিয়ে শেষ চাষের সময় জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অণুজীব সার প্রয়োগ করলে এক কেজি বীজের মধ্যে ৬৫-৭৫ গ্রাম অণুজীব সার ছিটিয়ে দিয়ে ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। এই বীজ সাথে সাথে বপন করতে হবে। অণুজীব সার ব্যবহার করলে সাধারণত ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয় না।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করন,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

<u>সয়াবিন এর সেচের তথ্য</u>

সেচ ব্যবস্থাপনা :

প্রথম সেচ বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে ফুল ধরার পূর্বে এবং দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে (শুটি গঠনের সময়) দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

বৃষ্টির কারনে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে দ্রুত পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। জমিতে গোড়া পচা অথবা অন্যান্য ছত্রাকের আক্রমন হলে কোনভাবেই সেচ দেয়া যাবে না, এমন অবস্থায় সেচ দিলে ছত্রাক দ্রুত পুরো জমিতে ছড়িয়ে পরতে পারে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

খরার সম্ভাবনা থাকলে সম্পূরক সেচের জন্য জমির পাশে মিনি পুকুর করে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করন,সেপ্টেম্বর,২০১৭

<u>সয়াবিন এর আগাছার তথ্য</u>

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার শিকড় নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাত দিয়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার শিকড় নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাত দিয়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : শ্যামা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : বর্ষজীবী ঘাসজাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন ।সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফ

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী / বিরুৎ জাতীয় আগাছা ।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন ।সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই ।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

সয়াবিন এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

বাংলা মাসের নাম : শ্রাবণ

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : খরিফে অতিবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা তৈরি রাখা যাতে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করে দেয়া যায় ।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

দ্রুত অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা।

প্রস্তুতি : লাইনে বুনুন, যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখা যায়। জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

সয়াবিন এর পোকার তথ্য

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা,নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়।তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : যেকোন অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করা । আগাছা, মরা পাতা ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : বিছা পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মথ মাঝারি হালকা হলুদ রঙের ও পাখায় কালো দাগ থাকে।কীড়া দেখতে কমলা রঙের, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা।

ক্ষতির ধরণ : পাতার উল্টো পিঠের সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে সাদা পাতলা পর্দার মত করে ফেলে।এরা সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো পাতা খেয়ে ফসলের ব্যপক ক্ষতি সাধন করে।

আক্রমণের পর্যায় : যেকোন অবস্থা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , ফেজ -১ , ফেজ -২ , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে এবামেক্টীন বেনজোয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন প্রোক্লেইম ১০ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে ।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

চারা গজানোর পর জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে পোকা খেকো পাখির বসার সুযোগ করে দিলে এরা পূর্ণবয়স্ক মথ খেয়ে এদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

অন্যান্য :

মাঠের চারিদিকে নালা তৈরি করে তারমধ্যে কেরোসিন পানি মিশিয়ে রেখে এদের চলাচলে বাধা দেয়া যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : সয়াবিনের ফলছিদ্রকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : কীড়া সাধারণত গাছের ডগায় এবং ফলে থাকে। এবং ১-১.৫ ইঞ্চি বড় মথ।

ক্ষতির ধরণ : প্রথম দিকে গাছের কচি ডগা খেয়ে ফেলে, ফল আসলে ফলের ভেতর ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা, ফেজ -২, পূর্ণ বয়স্ক, কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , ফেজ -১ , পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ক্ষেতের আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখবেন।ক্ষেতে ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করা (শতকে প্রতি ২-৩ টি)।নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

অন্যান্য :

১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে,ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

<u>সয়াবিন এর রোগের তথ্য</u>

রোগের নাম : সয়াবিনের উইল্ট রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতাগুলো আস্তে আস্তে হলুদ হয়ে যায়।গাছ মরে যেতে দেখা যায়। গাছের গোড়ায় পচা টিস্যু দেখা যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা :

আক্রান্ত গাছ অপসারণ করুন । পানি নিস্কাশনের সুব্যবস্থা করুন। অধিক আক্রমণের ক্ষেত্রে ইপ্রিডিয়োন জাতীয় ছত্রানাশক যেমন রোভরাল ২ গ্রাম/লি. হারে পানিতে মিশিয়ে মাটিসহ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করুন।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ফসল সংগ্রহের পর পরিত্যাক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলুন।কয়েকবার দানাদার ফসলের চাষ করে পরবর্তীতে সয়াবিনের চাষ করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : সয়াবিনের মোজাইক

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত পাতার উপর হলদে-সবুজ ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। সাধারণত কচি পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। আক্রমন বেশি হলে পুরো পাতা হলুদ হয়ে ঝরে যেতে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

ব্যবস্থাপনা :

জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে৷

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার। নিয়মিত জমি পরিদরশন। আক্রান্ত গাছ বাছাই কালে রোগাক্রান্ত গাছের কোন অংশ যাতে ভাল গাছের সংস্পর্শে না আসতে পারে তা খেয়াল রাখা ।

অন্যান্য :

আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। সাদা মাছি দমনে আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃহাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

রোগের নাম : সয়াবিনের পাতার রাস্ট

রোগের কারণ : ছাত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতার নিচের দিকে প্রথমে মরিচা পড়ার ন্যায় সামান্য উঁচু বিন্দুর মত দাগ দেখা যায় । আক্রমণ বেশি হলে পাতার উপরের পিঠে এ রোগ দেখা যায় ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে ।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে আক্রমণের শুরুতেই ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

সয়াবিন এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : বীজ বপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত ৯০-১২০ দিন সময় লাগে । ফসল পাকলে গাছ হলদে হয়ে আসে এবং পাতা ঝরে পড়ে ।এই সময় গাছ কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হয় ।

সংরক্ষণ : পাকা ফল ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে বাছাইকরে পরিষ্কার বস্তায় সংরক্ষণ করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সয়াবিন এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন :

বীজের প্রত্যায়ন মানঃ ।১।। বিশুদ্ধতা (ওজনের % কম পক্ষে) : ৯৭.০০ । ২।। অপদ্রব্য (ওজনের % সর্বাধিক)): ৩.০০ । ৩।। অন্য বীজ (ক] অন্য ফসলের বীজ ও খ] আগাছার বীজ (কেজিতে সর্বাধিক সংখ্যায়, পুরা নমুনায়) : ১০টি/ কেজি হারে । ৪।। গজানোর হার (কম পক্ষে%) : ৭০.০০ । ৫।। আর্দ্রতার পরিমাণ (সর্বাধিক %) : ১২.০০ । ৬।। আর্দ্রতার পরিমাণ; বাস্পনিরোধ পাত্রে (সর্বাধিক %) : ৭ .০০ ।

• জমির প্রত্যায়ন মানঃ ।১।। নিরাপদ দূরত্বঃ ৩.০০ মিটার; ।২।। অন্য ফসলের গাছ (সর্বাধিক %,সংখ্যায়) ০.০০; ।৩।। অন্য জাতের গাছ (সর্বাধিক %,সংখ্যায়) ০.৫০; ।৪।। (আপত্তিকর) আগাছাঃ (সর্বাধিক %,সংখ্যায়) ০.৮০টি।

• মারাত্বক ভাবে জমি ক্ষতিগ্রস্থ/ রোগাক্রান্ত হলে বা অনিয়মিত ফুল আসলে বা মান নিরূপণ করতে না পারলে তা যাচায়ের অযোগ্য বিবেচিত হবে ।

বীজ সংরক্ষণ:

বীজ মাড়াই ,বাছাই করে কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা ১০% এ নামিয়ে আনুন। পরে বীজ ঠান্ডা করে পলি ব্যাগে ভরে চটের বস্তায় রাখুন। বায়ুরোধী পাত্র যেমন টিন বা ড্রাম ভর্তি করেও বীজ রাখা যায়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট,৬ষ্ঠ সংস্করন,সেপ্টেম্বর,২০১৭।

সয়াবিন এর কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
১। বিএডিসি ও সরকারি অণুমোদিত সকল বীজ ডিলার।

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সারডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ২০/২/২০১৮।

<u>সয়াবিন এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য</u>

যন্ত্রের নাম : বেড প্লানটার

ফসল : সয়াবিন

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের উপকারিতা :

বেড এ ফসল চাষ করলে সেচ খরচ ও সময় ২৫% কম হয় এবং এক্ষেত্রে শ্রমেরও সাশ্রয় হয়।

এ যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় ২৫-২৭% জমিতে বীজ বপন করা যায়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

যন্ত্রটি দিয়ে ১-২ চাষে বেড তৈরি ,সার প্রয়োগ ও বীজ বপনের কাজ একই সঙ্গে করা যায়।

যন্ত্রটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিতভাবে গম, ভুট্টা, পাট, ধান, তেলবীজ, মুগ, তিল, ডাল শস্য, সবজি বীজ বপন করা যায় ।

স্থায়ী বেড এ অবশিষ্টাংশ রেখে শূন্য চাষে বীজ বপন করা যায়।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : সিডার

ফসল : সয়াবিন

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

যন্ত্রটি পাওয়ার টিলার দ্বারা চালিত হয়।

যন্ত্রের ক্ষমতা : কার্যক্ষমতা ঘণ্টায় ৩০-৩৫ শতাংশ ।

যন্ত্রের উপকারিতা :

যন্ত্রটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিতভাবে গম, ভুট্টা, পাট, ধান, তেলবীজ, মুগ, তিল, ডাল শস্য, সবজি বীজ বপন করা যায় ।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

<u>সয়াবিন এর বাজারজাত করণের তথ্য</u>

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

মাথায়, বাঁশের ভাড়ে করে কাঁধে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান গাড়ি, ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের খাচা, বাঁশের ঝুড়ি ,চটের থলে ।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০/২/২০১৮